"মিষ্টি বাচ্চারা - পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা অত্যন্ত আবশ্যক, এ'টাই হলো মুখ্য সাবজেক্ট, এই যোগবলের দ্বারাই তোমরা সার্ভিসেবেল গুণবান হয়ে যেতে পারো।"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা যে যোগ শেখো সে'টাই হলো সবচেয়ে অনন্য (নিরালা) যোগ, কি'ভাবে?

*উত্তরঃ - আজ পর্যন্ত যে যোগ শিখেছো অথবা শিখিয়ে এসেছো তাতে মানুষের সাথে মানুষ যোগযুক্ত হয়েছে। কিন্তু এখন আমরা নিরাকারের সঙ্গে যোগ যুক্ত হই। নিরাকার আত্মা নিরাকার বাবাকে স্মরণ করে -- এ হলো সবচেয়ে অতুলনীয় কথা। দুনিয়ায় যদি কেউ ভগবানকে স্মরণ করেও তবুও তা পরিচয় ছাড়া। অক্যুপেশন ছাড়া কাউকে স্মরণ কর, এ হলো ভক্তি। জ্ঞানবান বাচ্চারা পরিচয়-সহ স্মরণ করে।

ওম্ শান্তি । রুহানী বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে থাকেন। সর্বপ্রথমে বাচ্চাদের বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়। ছোট বাচ্চারা জন্মগ্রহণ করলে তারা সর্বপ্রথমে মা-বাবার পরিচয় পায়। তোমাদের মধ্যেও পুরুষার্থের নম্বরের অনুক্রমেই হয়ে থাকে, যাদের রচয়িতা বাবার পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। বাচ্চারা এও জানে যে উচ্চ থেকেও উচ্চ (সর্বোচ্চ) হলেন বাবা-ই, ওঁনার মহিমাই বলতে হবে। মহিমা গাওয়াও হয়ে থাকে শিবায় নমঃ। ব্রহ্মায় নমঃ, বিষ্ণু নমঃ শোভনীয় নয়। শিবায় নমঃ শোভনীয়। ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ শব্দগুলি হলো শোভনীয়। ওনাদের দেবতা বলতে হবে। সর্বোচ্চ হলেন ঈশ্বর। প্রথম প্রথমে যখন কেউ আসে তখন তাদেরকে বাবার মহিমা অবশ্যই বলতে হবে। তিনি হলেন সুপ্রিম (পরম) পিতা। বাচ্চারা ভুলে যায় যে বাবা মহিমা কিভাবে শোনাবে। প্রথমে তো এটা বোঝাতে হবে যে উনি হলেন সুপ্রিম পিতাও, টিচারও, সদগুরুও। ত্রয়ীকেই স্মরণ করতে হবে। এছাড়া স্মরণ তো শিব বাবাকেই করতে হবে -- তিনটি রূপে। একে তো পাকাপোক্ত করতে হবে। তোমরা বাবার মহিমা জানো, তবেই তো করো। ওরা তো সর্বোচ্চ পিতাকে মাটির টুকরো-পাথরে বলে দিয়েছে। মানুষের মধ্যেও বলে দেয়, কিন্তু মানুষের শরীরেও তো সর্বদা থাকতে পারে না। তিনি তো কেবল লোন নেন। তিনি স্বয়ং বলেন যে আমি এনার শরীরের আধার নিয়ে থাকি। তাহলে প্রথম কথা পাকা করে নিতে হবে যে বাবা হলেন সত্য। সেই সত্য নারায়ণের কথাই শুনিয়ে থাকেন। নর থেকে নারায়ণ সত্য বাবাই বানিয়েছেন। সত্যযুগে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। তারা কিভাবে হয়েছেন? কে বানিয়েছেন? কখন কথা শুনিয়েছেন? কবে রাজযোগ শিখিয়েছেন? এই সমস্তকিছু এখন তোমরা বোঝো। আর সকল যোগ হয়ে থাকে মানুষের সাথে মানুষের। এইরকম হয় না যে মানুষের যোগ নিরাকারের সাথে আছে, সেও পরিচয়-সহ। আজকাল অবশ্যই শিবের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়, পূজা করে কিন্তু ওঁনাকে জানে না কেউই। এও বোঝে না যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা অবশ্যই সাকারী দুনিয়ায় থাকবে। অবুঝ হয়ে রয়েছে। মনে করে প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো সর্বপ্রথমে সত্যযুগে থাকা উচিত। যদি প্রজাপিতা ব্রহ্মা সত্যযুগে থাকবে তাহলে আবার সূক্ষ্মলোকে কেন দেখানো হয়েছে? অর্থ বোঝে না। এই সাকারী হলেন কর্মবন্ধনযুক্ত, ওই সূক্ষ্ম হলেন কর্মাতীত। এই জ্ঞান কারোর মধ্যেই নেই। জ্ঞান প্রদানকারী হলেন একমাত্র বাবাই। তিনি যখন এসে জ্ঞান প্রদান করেন তখন তোমরা অন্যান্যদের শোনাও। কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া অতি সহজ। অল্ফের উপরেই বোঝাতে হবে। ইনি হলেন সকল আত্মাদের অসীম জগতের পিতা। কাউকে পরিচয় দিতে কোনো কষ্ট নেই। অত্যন্ত সহজ। কিন্তু নিশ্চয় নেই, প্র্যাকটিস নেই তখন কাউকে বোঝাতে পারে না। কাউকে জ্ঞান প্রদান না করার অর্থ হলো সে অজ্ঞানী। জ্ঞান না থাকলে তো ভক্তি আছে, তাই না ! দেহ-অভিমান রয়েছে। দেহী-অভিমানী হলেই জ্ঞান থাকবে। আমরা হলাম আত্মা, আমাদের বাবা হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনিই হলেন বাবা, টিচার, সদগুরুও। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও আছেন, তাই না? বাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার অক্যুপেশনও বলেছেন। আবার নিজের অক্যুপেশনও বলেছেন। মানুষ তো শিব আর শঙ্করকে মিলিয়ে এক করে দিয়েছে। বলে -- শঙ্কর নয়ন মেলেন তখন বিনাশ হয়ে যায়। এখন বিনাশ তো বোমা, ন্যাচারাল ক্যালামেটিসের (প্রাকৃতিক বিপর্যয়) দ্বারা সংঘটিত হয়। শিব শঙ্কর মহাদেব বলে। এই চিত্র যথাযথ নয়। এ'সব হলো ভক্তিমার্গের চিত্র। ওখানে এরকম কোনো কথা নেই। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও হলেন দেহধারী। কত অগণিত সন্তান। তাহল এইসমস্ত চিত্র হলো পূজা-অর্চনার জন্য। বাবা বুঝিয়েছেন যে ইনি হলেন ব্যক্ত, উনি হলেন অব্যক্ত। যখন অব্যক্ত হন তখন ফরিস্তা হয়ে যান। মূললোক, সূক্ষ্মলোক দুই-ই অবশ্যই রয়েছে। সূক্ষ্মলোকেও যায়। বাবা বুঝিয়েছেন যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা যিনি হলেন মানুষ তিনিই ফরিস্তা হয়ে যান। আবার তাতে রাজত্বও দেখানো হয়েছে। তারপর ইনি রাজত্ব করবেন। সূক্ষ্মলোকের চিত্র না থাকলে তখন বোঝাতে মুশকিল হবে। বাস্তবে বিষ্ণুর চতুর্ভুজ রূপও নেই। এ'সব হলো ভক্তিমার্গের চিত্র। বাবা বোঝান আত্মাকেই পতিত থেকে পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হয়ে চলে যাবে আপন ধামে। আত্মারা নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে, সাকারী

হলো এখানে। এছাড়া সূক্ষ্মলোকের কোনো মুখ্য কাহিনী নেই। সূক্ষ্মলোকের রহস্যও বাবা এখন বোঝান। তাহলে মূললোক, সূক্ষ্মলোক, তারপর হলো স্থূললোক। সেইজন্য প্রথমে সকলকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। ভক্তিমার্গেও বাবাকে হে ভগবান, হে প্রভু বলে। কেবল জানে না। সর্বদাই বলে শিব পরমাত্মায় নমঃ, শিব দেবতা কখনোই বলবে না। ব্রহ্মা দেবতা বলবে। শিবকে পরম পিতা পরমাত্মাই বলে থাকে। শিব দেবতা কখনোই বলবে না, শিব পরমাত্মাই বলবে। ওঁনাকে পুনরায় সর্বব্যাপী থোড়াই বলা যায় ! পতিতদের পবিত্র করার কর্তব্য করতে হবে, তাহলে কি নুড়ি-কাঁকরে গিয়ে করবে ? একেই বলা হয়ে থাকে ঘোর অন্ধকার। এও ড্রামায় নির্ধারিত রয়েছে।

বাবা এসে বুঝিয়ে থাকেন "যদা যদা হি..... কার গ্লানি? ওরা তো শ্লোক শুনিয়ে তারপর অর্থ শোনায়। বাচ্চারা তাহলে তোমাদেরও তো সেখানে গিয়ে দেখা উচিত। বলা উচিত যে আমরা এর অর্থ বুঝিয়ে থাকি। তারপর তৎক্ষণাৎ বসে শোনানো উচিত। এভাবে থোড়াই বুঝবে যে এরাই হলো বি.কে.। অবশ্যই সাদা পোশাক রয়েছে কিন্তু থোড়াই ছাপ লাগানো রয়েছে ! তোমরা যেকোনো কোথাও গিয়ে শুনতে পারো আর বলতে পারো যে এর অর্থ তো বলো। দেখো, ওরা কি শোনায়। এছাড়া এই এত সব চিত্র তো বিস্তারিতভাবে বোঝার জন্য। জ্ঞান হলো অগাধ। সাগরকে কালি বানিয়ে নাও..... তবুও শেষ নেই। তারপর সেকেন্ডেরও কথা শুনিয়েছেন, কেবল বাবার পরিচয় দিতে হবে। ওই অসীম জগতের পিতা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। আমরা সকলেই হলাম ওঁনার সন্তান ভাই-ভাই। তাহলে আমাদেরকেও অবশ্যই স্বর্গের রাজ্যের হওয়া উচিত কিন্তু সকলেই পেতে পারেনা। বাবা আসেনই ভারতে, আর ভারতবাসীরাই স্বর্গবাসী হয়। অন্যান্যরা তো আসেই পরে। এ তো অত্যন্ত সহজ কিন্তু বোঝেনা। বাবার তো অত্যন্ত আশ্চর্য লাগে। একদিন গণিকা প্রভৃতিরাও এসে শুনবে। পরে আগতরা তীক্ষ্ণ (নিপুণ) হয়ে যাবে। ওখানেও কেউ গিয়ে সার্ভিস করতে পারো। অনেকের লজ্জা লাগে, দেহ-অভিমান অনেক রয়েছে। বাবা বলেন -- পতিতাদেরকেও বোঝাতে হবে। ভারতের নামও তারাই নামিয়েছে। এরজন্য মুখ্যতঃ চাই যোগবল। একদমই অপবিত্র, পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা চাই। এখন সেই স্মরণের শক্তি কিছু কম আছে। কারোর মধ্যে জ্ঞান আছে তো আবার স্মরণ কম। সাবজেক্ট অত্যন্ত ডিফিকাল্ট, এতে যখন পাস করবে তখন গণিকাদের উদ্ধার করতে পারবে। ভালো ভালো অনুভবী মাতারা গিয়ে বোঝাও। কন্যাদের তো অনুভব নেই। মাতারা বোঝাতে পারে। বাবা বলেন, পবিত্র হও তবেই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। দুনিয়াই শিবালয় হয়ে যাবে। সত্যযুগকে শিবালয় বলা হয়, ওখানে সুখ অগাধ। তাদেরকেও এভাবেই বোঝাও যে বাবা বলেন এখন প্রতিজ্ঞা করো পবিত্র হওয়ার। এরকম পতিতদের পবিত্র বানানোর তলোয়ার অত্যন্ত ক্ষুরধার হওয়া চাই। এমন হতে মনে হয় এখনো দেরী রয়েছে। বোঝানোতেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। সেন্টারে থাকে, বাবা জানেন সব সময় একরস থাকে না। সেবায় যারা যায় তাদের সাথে রাত-দিনের পার্থক্য রয়েছে। সেইজন্য প্রথমে কাউকে বোঝালে তখন বাবারই পরিচয় দাও। বাবারই মহিমা করো। এত গুণ বাবা ব্যতীত আর কারোরই হতে পারে না। তিনিই গুণবান করে দেন। বাবাই সত্যযুগের স্থাপনা করেন। এখন এ হলো সঙ্গমযুগ যখন তোমরা পুরুষোত্তম হতে চলেছো। তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বসে বোঝাবেন। এ তো বোঝাও যে আত্মারই শরীর রয়েছে। কতদূর পর্যন্ত কেউ বুঝেছে তা চেহারাতেই জানা যায়। কেউ মুডি হয় তখন সম্পূর্ণ চেহারাই বদলে যায়। আত্মা মনে করে বসলে, তখন চেহারাও ভালো থাকবে। এরও প্র্যাকটিস থাকা চাই। ঘর-গৃহস্থীয়রা এত নাচানাচি করতে পারে না কারণ কাজকর্ম লেগেই রয়েছে। পুরোপুরি অভ্যাস করলে তবেই চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে পাকাপোক্ত হবে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। আত্মা যত যোগে থাকে ততই পবিত্র হয়ে যায়। সত্যযুগে তোমরা সতোপ্রধান ছিলে তখন অত্যন্ত খুশী ছিল।

এখন তোমরা সঙ্গমে হাসি-মজা করতে থাকো, অসীম জগতের বাবাকে পেয়েছো বাকি আর কি চাই ! বাবার কাছে তো বলিপ্রদত্ত (সমর্পিত) হতে হবে। মুশকিলই কোনো ধনবান বেরোয়। গরিবরাই পায়, ড্রামাই এভাবে তৈরি হয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হতে থাকে। কোটি-কোটির মধ্যে থেকে কেউ-কেউ বিজয় মালার দানা হয়। এ'ছাড়া প্রজা তো নম্বরের অনুক্রমে তৈরি হবেই। কত অসংখ্য তৈরি হয়ে যাবে। ধনবান, গরিব সবকিছুই হবে। এখানে সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। বাকিরা সকলেই নিজের নিজের সেকশনে চলে যাবে। তাহলে বাবা বোঝান বাচ্চাদের দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে। তোমাদের ভোজন-পানীয় ভালো হওয়া উচিত। তোমাদের কখনো এইসমস্ত আশা রাখা উচিত নয় যে আমি অমুক জিনিস খাবো। এ'সমস্ত আশা এখানেই করা হয়ে থাকে। বাবার বড় বড় বাণপ্রস্থীয়দের আশ্রম দেখেছো। বড়ই শান্তিতে থাকে। এখানে তো এই অসীম জগতের কথাগুলি সবই বাবা বুঝিয়ে থাকেন। এমন এমন পতিতারা গণিকারাও আসবে যে তোমাদের থেকেও তীক্ষ্ণ(দক্ষ) হয়ে যাবে। অত্যন্ত ভালো গান গাইবে, যা শুনলেই খুশির পারদ ঊর্ধ্বগামী হয়ে যাবে। যখন তোমরা এমন পতিতকেও বুঝিয়ে শ্রেষ্ঠ বানাও তখন তোমাদের নামও অত্যন্ত উঁচু(শ্রেষ্ঠ) হয়ে যাবে। বলা হবে -- এরা তো পতিতাদেরকেও এত শ্রেষ্ঠ(উঁচু) বানিয়ে দেয়। নিজেরাই বলবে আমরা শূদ্র ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি,

তারপর আমরাই দেবতা, ক্ষত্রিয় হবো। বাবা প্রত্যেককে বুঝতে পারেন যে এরা কিছু উন্নতি করতে পারবে কি পারবে না। পরে আগতরা তাদের আগে উঠে পড়বে। ভবিষ্যতে তোমরা সব দেখবে। এখনও দেখছো। নতুন বাচ্চারা সার্ভিসের জন্য কত নাচানাচি করে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পতিতদের পবিত্র করার সেবা করো, গণিকাদের, পতিতাদের জ্ঞান দান করো, নীচ মানুষদের তোলো, তাদের উদ্ধার করো তবেই সুনাম হবে।

২) নিজের দৃষ্টিকে পবিত্র করার জন্য চলতে-ফিরতে অভ্যাস করো যে আমি হলাম আত্মা, আত্মার সঙ্গে কথা বলছি। বাবার স্মরণে থাকো তবেই পবিত্র হয়ে যাবে।

বরদানঃ- অনাদি স্বরূপের স্মৃতির দ্বারা সন্তুষ্টতাকে অনুভব করা এবং করানো সন্তুষ্টমণি ভব

নিজের অনাদি এবং আদি স্বরূপকে স্মৃতিতে নিয়ে এসো আর সেই স্মৃতি-স্বরূপে স্থিত হয়ে যাও তবেই নিজেই নিজের কাছে সন্তুষ্ট থাকবে আর অন্যান্যদেরকেও সন্তুষ্টতার বিশেষত্বের অনুভব করাতে পারবে। অসন্তুষ্টতার কারণ হলো অপ্রাপ্তি। তোমাদের স্লোগান হলো -- পাওয়ার যা ছিল তা পেয়ে গেছি। বাবার হয়ে যাওয়া অর্থাৎ উত্তরাধিকারের দাবীদার হওয়া, এইরকম অধিকারী আত্মারা সর্বদা ভরপুর, সন্তুষ্টমণি হবে।

স্লোগানঃ- বাবার সমান হওয়ার জন্য -- বুঝতে পারা (বোধ), চাওয়া আর করা (কর্ম) এই তিনের সমতা থাকতে হবে ।

অব্যক্ত সাইলেন্সের দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

বরদানী রূপে সেবা করার জন্য প্রথমে নিজের মধ্যে শুদ্ধ সঙ্কল্প ধারণ করো। সারাদিন শুদ্ধ সঙ্কল্পের সাগরে তরঙ্গায়িত হতে থাকো আর যে সময়ে চাও, শুদ্ধ সঙ্কল্পের সাগরের তলদেশে গিয়ে সাইলেন্স স্বরূপ হয়ে যাও। তোমার এই প্রগাঢ় সাইলেন্স স্থিতি বায়ুমন্ডলকে পরিবর্তন করে দেবে আর তুমি নিজেকে ডবল লাইট ফরিস্তা অনুভব করবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;